বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-১২)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

হাজ্জী বকরের পরামর্শে শাইখ বাগদাদী গোপন ঘাতক বাহিনী গঠনের অনুমতি দিলেন। তাদের এক অংশ নুসরার অস্ত্র গুদামে হামলা চালানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়। অপর অংশ নুসরার সাথে মিশে যায়। তারা নুসরার কমান্ডারদের গাড়ির নিচে কৌশলে টাইম বোমা বা রিমটকনট্রোল বোমা পেতে গোপন মিশন চালাতে থাকে। এই মিশনের প্রায় সকলেই সাদ্দাম আমলের সাবেক সেনাকর্মকর্তা। হাজ্জী বকর তাদের খুঁজে খুঁজে জড়ো করেছিলেন।

.

ঘাতক দলটি জাওলানীর অবস্থান নির্নয় করার জন্য, তার নিকটবর্তী কয়েক জনকে বন্দী করে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা জাওলানীর অবস্থান নির্নয় করতে সক্ষম হয় নি।

.

জাওলানীর একজন উপদেষ্টা, এবং নুসরার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা মুহাজীর আল-কাহতানী। কাহতানীর উপর ঘাতক দল নজরদারি কোর ছিলো। হাজ্জী বকরের কাছে কাহতানীর সকল রিপোর্ট পৌঁছে। কিন্তু কাহতানী সাথে দুজন লোক রাখতেন। একজন হলেন আবু হাফস। অন্য জন আবদুল আজিজ। ফলে একা কাহতানীকে হত্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

.

দুই সঙ্গী সহ কাহতানীকে হত্যার নির্দেশ এলো। ঘাতক দল কাহতানীর গাড়িতে টাইম বোম পেতে রাখলো। চলার পথে কাহতানী গাড়ি থেকে নেমে নুসরার একটি চেকপোস্টে যান। এবং তার সঙ্গী দুজনকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলেন। ঠিক তখন গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটায়। এবং সঙ্গী দু'জন মাড়া যায়। কাহতানী বুঝতে পারলেন যে, হামলার লক্ষবস্তু তিনি-ই ছিলেন। হয়তো ঘাতক দলের কেউ তার আশেপাশে-ই আছে। কাহতানী আত্মগোপনে চলে যান।

.

হাজ্জী বকর এবং বাগদাদীর কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, নুসরার দ্বিতীয় সারির নেতা কাহতানীকে হত্যা করা হয়েছে। এই সংবাদ তাদের জন্য অনেক আনন্দের ছিলো। হামলার ২৪ ঘণ্টা পর তারা জানতে পারলেন যে, মিশন ব্যর্থ হয়েছে।

.

হাজ্জী বকর ঘাতক দলকে তলব করলেন। হামলা ব্যর্থ হওয়ার কারণে তাদের বকাঝকা করলেন। আগামী কয়েক মাসের জন্য হামলা বন্ধ রাখার নির্দেশ করেন।

.

হাজ্জী বকর এবং বাগদাদীর জন্য যেই আশঙ্কাটি এখন সবচেয়ে বড়, তাহলো জাওলানীর প্রত্যাখ্যান। যেকোনো সময় জাওলানী মিডিয়ার মাধ্যমে বাগদাদীর ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আর যদি জাওলানী এমন কিছু করে, তাহলে সিরিয়ার অন্যান্য গ্রুপগুলো জাওলানীর পক্ষে চলে আসবে। এমন কি তা দাউলাতুল বাগদাদীর জন্য ভাঙ্গনের কারণ হতে পারে। বাগদাদীকে শান্ত করার জন্য হাজ্জী বকর বললেন, জাওলানীর বিষয়টি তার কাঁধে ছেড়ে দিন।

.

বাগদাদীর শঙ্কা দিন দিন বেড়েই চললো। তিনি নতুন করে আশঙ্কা করলেন যে, জাওলানী হয়তো মীমাংসার

জন্য জাওয়াহিরীর (আল-কায়দা প্রধানের) কাছে মোকদ্দমা করবেন। ঘটলো-ও তা-ই। জাওলানী তিন ব্যক্তির মারফতে নিজের অবস্থানকে জাওয়াহিরীর নিকট তুলে ধরলেন। সেই তিন ব্যক্তির নামও আমাদের জানা আছে। তাদের একজন ছিলেন সৌদির সাবেক সেনা অফিসার। অন্য দু'জন সিরিয়ান। তারা জাওয়াহিরীর কাছে শামের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এবং দ্রুত সমাধানের অনুরোধ করেন। জাওয়াহিরী মূল সমস্যা সমাধানের জন্য সময় চান।

.

"কায়দাতুল জিহাদ ইন ইয়ামেন"এর প্রধান আবু বাসির আল-ওয়াহিশী। শাইখ জাওয়াহিরী ওয়াহিশীর নিকট পত্র লিখলেন। পত্রে ওয়াহিশীকে শাম ও ইরাকের সমস্যা সমাধানের নির্দেশ করেন। জাওয়াহিরী বিষয়টি মিডিয়ার আড়ালে রাখতে চাচ্ছিলেন। তিনি মনে করলেন, তিনি নিজে কোনো সমাধান করার আগে-ই যদি শামে কোনো মীমাংশা হয়ে যায়, তাহলে শত্রুরা টের পাবে না। ফলে কায়দাতুল জিহাদ যে বড় ধরণের ভাঙ্গনের মুখমুখি হচ্ছিলো তা মিডিয়ায় আসবে না। জাওয়াহিরী চান নি যে জাওলানী বাগদাদী থেকে আলাদা হয়ে যাক। বরং তিনি চেয়েছিলেন যেকোনো উপায়ে শামে একটি স্থায়ী সমাধান হোক।

.

ওয়াহিশী দু'টি পত্র লিখলেন। একটি জাওলানীর কাছে। অপরটি বাগদাদীর কাছে। বাগদাদী পত্রের কোন উত্তর-ই দেন নি। জাওলানী পত্রের উত্তর দিলেন। তিনি পত্রে শামে বাগদাদীর অবস্থান শাম জিহাদের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা তুলে ধরলেন।এবং তার কারণে সাধারণ মানুষ জিহাদীদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী দলগুলোকে সাপোর্ট দিতে শুরু করবে। ওয়াহিশী জাওয়াহিরীর নিকট পত্র লিখলেন। এবং বললেন, সমাধানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ। এখন জাওয়াহিরীর পক্ষ থেকে কিছু করা যেতে পারে।

.

শাইখ বাগদাদী ওয়াহিশীর পত্র পেয়ে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। হাজ্জী বকর তাকে সাহস জোগাচ্ছিলেন। হাজ্জী বকর তাকে অবিচল থাকার পরামর্শ দেন।

.

হামেদ আলী আল-কুয়েতী, তিনি জাওলানীর সাথে সাক্ষাৎ করে মধ্যস্থতা করতে চাইলেন। জাওলানী তাকে বাগদাদীর সিরিয়া অবস্থান যে জিহাদের জন্য ক্ষতিকর তা তুলে ধরেন। কুয়েতী বিষয়টি অনুধাবন করলেন।

.

কুয়েতী বাগদাদীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে বাগদাদী তাকে সাক্ষাৎ দেন। সাক্ষাতের মজলিশে বাগদাদীর কয়েকজন শুরা সদস্যকে থাকার অনুরোধ করলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন হাজ্জী বকর। এবং আবু আলী আল-আনবারী। হাজ্জী বকরের পরই আনবারীর অবস্থান। তিনি-ও সাদ্দাম আমলে একজন সেনা অফিসার ছিলেন। মজলিশের আলোচনায় হাজ্জী বকর ও বাগদাদী "দাউলাতুল ইরাক & শাম"এর দাবিতে অনড়। কুয়েতী তাদের বুঝালেন যে এখন দাউলা ঘোষণার চেয়ে ঐক্য টিকিয়ে রাখা বেশি প্রয়োজন। সর্বশেষ এই সিদ্ধান্ত হয় যে, জাওয়াহিরীর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসবে তা সকলে মেনে নিবে। এই কথার উপর মজলিশ শেষ হয়। এবং তাদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অডিও রেকোর্ড করা হয়।

.

হাজ্জী বকর বাগদাদীর কাছে জাওয়াহিরীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি বলেন "জাওয়াহিরী এমন কে যার সাথে আমাদের দাউলার ভবিষ্যৎ ঝুলে থাকবে..?" হাজ্জী বকর বাগদাদীর উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। এবং বাগদাদীর সমর্থন চাইলেন নুসরাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য। জাওলানী এবং তার শুরা

পরিষদকে লণ্ডভণ্ড করার প্রস্তুতি নিলেন।
.
হাজ্জী বকর তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।
① পূর্বের চেয়ে শক্তিশালী ঘাতক দল গঠন করা। এই দলটি ব্যাপক ভাবে নুসরার মধ্যে ছড়িয়ে পরে। এবং চোরাগুপ্তা হামলা চালায়।
② প্রভাবশালী আলেম,মুফতীদের দলে ভিড়ানো। এবং তাদের থেকে এই ফাতাওয়া বের করা যে, বাগদাদীর নিকট বাই'আত দেওয়া ওয়াজিব। যারা এর বিরোধিতা করবে সে ইসলামের বিরোধী হবে। তারা এই ফাতাওয়া ব্যাপক ভাবে প্রচার করে।
③ একদল মিডিয়া ম্যান তৈরি করা। যারা গ্রাফিক্স এবং অনলাইন এক্সপার্ট হবে। ইংরেজী এবং আরবী সাহিত্যে যাদের থাকবে "শক্তহস্ত"। তাদের কাজ হবে দাউলাতুল বাগদাদীকে বিশ্বের কাছে "মহনীয়" করে তুলে ধরা। এবং মুসলিম বিশ্বের কাছে বাগদাদীকে "শ্রেষ্ঠ পুরুষ" হিসেবে প্রমাণ করা। তারা বিভিন্ন অপারেশনের "HD" ভিডিও তৈরি করে অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়। ফলে সরলমনা মুসলিম যুবকদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়।
.
আনবারী এবং আবু ইয়াহয়া মরক্কো ও শামের যুবকদের মাঝে দাউলাতুল বাগদাদীর প্রচারণা চালাতে থাকেন। আবু বকর আল-কাহতানী সৌদি, কুয়েত, জর্ডান ইত্যাদি দেশগুলোতে প্রচারণা চালাতে থাকেন। তিনি সৌদির মুফতীদের থেকে বাগদাদীর বাই'আত ওয়াজিব হওয়ার ফাতাওয়া তৈরির চেষ্টা করেছেন।
.
সৌদির এক মুফতী "উসমান নাযেহ" কে কাহতানী বাগদাদীর ভক্ত বানাতে সক্ষম হন। আনবারীর কাছে এই সুসংবাদ পৌঁছে তিনি উসমানের সাক্ষাৎ তলব করেন। আনবারী উসমানকে দেখার পর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কারণ উসমানের শারীরিক গঠন ছিলো দূর্বল। কথাবার্তার মাঝে তেমন ব্যক্তিত্য ছিলো না। হাজ্জী বকর কাহতানীকে সৌদি, কাতার, জর্ডানে মুফতী খোঁজার নির্দেশ করেন।